সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৪৭
WEEKLY BOOKLET:247

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
"ফয়যানে নামায" এর একটি অংশ সংশোধন ও পরিবর্ধন

নামায আদায়ের সাওয়াব

নামাযের ২৫টি ফযীলত ৬
মাটি থেকে দীনার বেরকারী ১২
দুই অবস্থা ব্যতীত নামায ক্ষমা নেই ১৭
পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব লাভ করুন ২১

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নামায আদায়ের সাওয়াব

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পর হামদ, সানা ও দরূদ শরীফ পাঠকারীকে ইরশাদ করেন: "দোয়া করো কবুল করা হবে, প্রার্থনা করো, প্রদান করা হবে।" (নাসায়ী, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় ২০ হাজার নামায আদায় করেছেন

শবে মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পর আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** জাহেরী হায়াতে (অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবনে) এগারো বছর ছয় মাসে প্রায় ২০ হাজার নামায আদায় করেন। (দুররে মুখতার থেকে সংক্ষেপিত, ২/৬) প্রায় ৫০০টি জুমা আদায় করেন। (মিরাতুল মানাজিহ,

www.dawateislami.net

২/৩৪৬) এবং ৯টি ঈদের নামায আদায় করেন। (সীরাতে মুস্তফা, ২৪৯) কুরআনে করীমে নামাযের আলোচনা অসংখ্য স্থানে এসেছে।

হে সৌভাগ্যবান আশিকানে নামায! আমার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পাঞ্জেগানা নামায (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায) **আল্লাহ পাকের** ঐ মহান নিয়ামত, যা তিনি আপন মহান দয়ায় বিশেষ করে আমাদেরকে দান করেছেন, আমাদের পূর্বে কোন উম্মতকে দেওয়া হয়নি।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৪৩)

নামায কার উপর ফরয?

প্রত্যেক বালিগ, সজ্ঞান মুসলমান পুরুষ ও নারীর উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। এর ফরযিয়্যত (অর্থাৎ ফরয হওয়াকে) অস্বীকার করা কুফরী। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায বর্জন করবে, সে ফাসিক, বড় গুনাহগার ও দোযখের আযাবের অধিকারী হবে।

জান্নাত এ্যায় বে নামাযীয়ুঁ! কিস তরাহ পাও গে?
নারায রাব্ব হুয়া তো জাহান্নাম মে জাও গে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামায আমাদের জন্য পুরস্কার স্বরূপ

শতকোটি আফসোস! বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের নামাযের প্রতি একেবারেই খেয়াল নেই, আমাদের মসজিদ সমূহ নামাযী শূন্য দেখা যায়। **আল্লাহ পাক** নামায ফরয করে নিঃসন্দেহে আমাদের উপর বড়ই দয়া করেছেন, আমরা যদি একটু চেষ্টা করে নামায আদায় করি, তবে **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব দান করেন।

নামায সম্পর্কিত ৭টি আয়াত

১. ১৮তম পারার সূরা মু'মিনুনের ৯, ১০, ১১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى
صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠
الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ঐসব লোক যারা নিজ নিজ নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হয়। এসব লোকই উত্তরাধিকারী। যে তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার পাবে, তারা তাতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

www.dawateislami.net

২. **আল্লাহ পাক** কুরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন, ১৬তম পারার সূরা ত্বহার ১৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ ﴿۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম রাখো।

৩. আর **আল্লাহ পাক** ৫ম পারার সূরা নিসার ১০৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿۱۰۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিঃসন্দেহে নামায মুসলমানের জন্য সময় নির্ধারিত ফরয।

৪. **আল্লাহ পাক** ১২তম পারার সূরা হুদ এর ১১৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِیْنَ ﴿۱۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় সৎকর্ম সমূহ অসৎ কর্ম সমূহকে মিটিয়ে দেয়। এটা উপদেশ মান্যকারীদের জন্য।

www.dawateislami.net

৫. **আল্লাহ পাক** ১৮তম পারার সূরা নূর এর ৫৬নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

৬. **আল্লাহ পাক** ২১তম পারার সূরা আন্‌কাবূতের ৪৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

৭. **আল্লাহ পাক** ২৯তম পারার সূরা মা'আরিজের ৩৪ ও ৩৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿۳۴﴾ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۳۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ঐসব লোক যারা স্বীয় নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয়। আর এরাই হচ্ছে যাদের জন্য বাগান সমূহে সম্মান হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামাযের বিভিন্ন ২৫টি ফযীলত

✲ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হলো নামায। (তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫০ পৃষ্ঠা) ✲ **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের শীতলতা হলো নামায। (সুনানে কোবরা লিন নাসায়ী, ৫/২৮০, হাদীস ৮৮৮৮) ✲ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সুন্নাত হলো নামায। (তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫১ পৃষ্ঠা) ✲ নামায অন্ধকার কবরের আলো স্বরূপ। (প্রাগুক্ত) ✲ নামায কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে। (আয্ যাওয়াজির, ১/২৯৫) ✲ নামায কিয়ামতের (ভয়াবহ) রোদে ছায়া স্বরূপ। (তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫১ পৃষ্ঠা) ✲ নামায পুলসিরাতের জন্য সহজতা। (প্রাগুক্ত) ✲ নামায হলো নূর। (মুসলিম, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৩৪) ✲ নামায বেহেশতের চাবি। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/১০৩, হাদীস ১৪৬৬৮) ✲ নামায জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি প্রদান করবে ✲ নামায আদায়ে রহমত অবতীর্ণ হয় ✲ **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিনে নামাযীর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন ✲ নামায দ্বীনের স্তম্ভ। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৯, হাদীস ২৮০৭) ✲ নামাযের মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা হয়ে থাকে। (মু'জামুল কবীর, ৬/২৫০, হাদীস ৬১২৫) ✲ নামায দোয়া কবুলের মাধ্যম। (তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫১ পৃষ্ঠা) ✲ নামায রোগ বালাই থেকে বাঁচিয়ে রাখে ✲ নামায আদায়ে

www.dawateislami.net

শরীরে প্রশান্তি অর্জিত হয় ✲ নামায আদায়ে রোজগারে বরকত হয় ✲ নামায অশ্লীল ও মন্দ কার্যাদী থেকে বাঁচিয়ে রাখে ✲ নামায শয়তানের অপছন্দনীয়। (প্রাগুক্ত) ✲ নামায অন্ধকার কবরে একাকীত্বের সাথী। (প্রাগুক্ত) ✲ নামায নেকীর পাল্লাকে ভারী করে দেয়। (তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫১ পৃষ্ঠা) ✲ নামায মু'মিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ। (মিরকাতুল মা'ফাতিহ, ১/১৬৬) ✲ সময় মতো নামায আদায় করা সকল আমলের চেয়ে উত্তম। (তাম্বীহুল গাফেলিন, ১৫১ পৃষ্ঠা) ✲ নামাযীর জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত এটাই যে, তার কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** দীদার হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চোর যখন নামায পড়লো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরীয়া আদাবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর ঘরে রাতের বেলা এক চোর প্রবেশ করলো, সে চারিদিকে খুঁজলো কিন্তু একটি লোটা ছাড়া আর কিছুই পেলোনা। যখন সে চলে যেতে লাগলো, তখন তিনি বললেন: যদি তুমি চোর হও তবে খালি হাতে যেওনা। সে বললো: আমি তো কোন কিছু পায়নি। তিনি বললেন: "হে গরীব! এই লোটা দ্বারা অযু করে কক্ষে প্রবেশ করো আর দুই রাকাত নামায আদায় করো, এখান থেকে কিছু না কিছু নিয়ে যেতে

www.dawateislami.net

পারবে।” সে অযু করলো এবং যখন নামাযের জন্য দাঁড়ালো, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া আদাবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا দোয়া করলো: “হে আমার প্রিয় **আল্লাহ**! এই ব্যক্তি আমার নিকট এসেছে কিন্তু সে কিছুই পায়নি, এবার আমি তাকে তোমার দরবারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, তাকে আপন দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করো না।” সেই চোরের ইবাদতে এমন স্বাদ নসীব হলো যে, রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত সে নামাযে লিপ্ত থাকলো। সেহেরীর সময় তিনি তার নিকট গেলেন, তখন সে সিজদা অবস্থায় আপন নফসকে তিরস্কার করে বলতে লাগলো: “হে নফস! যখন আমার প্রতিপালক আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, আমার নাফরমানী করতে তোমার লজ্জা করেনি! যদিও তুমি আমার সৃষ্টি থেকে গুনাহ গোপন রেখেছ, কিন্তু এখন গুনাহের বোঝা নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হয়েছ! হে নফস! যদি আমার **প্রতিপালক** আমাকে তিরস্কার জানায় এবং আপন রহমতের দরবার থেকে বঞ্চিত করে দেয় তবে আমি কি করবো?” যখন সে অবসর হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে ভাই! রাত কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে? বলল: “আমি বিনয় ও নম্রতার সহিত আপন **প্রতিপালকের** দরবারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন **তিনি** আমার বক্রতাকে পরিশুদ্ধ করে দিলেন, আমার অপারগতা কবুল করে নিলেন

www.dawateislami.net

এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন আর আমাকে আমার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দিলেন।” অতঃপর ঐ ব্যক্তি চেহারায় দুঃখ ও চিন্তা গ্রস্থতার প্রভাব নিয়ে চলে গেল। হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরীয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا **আল্লাহ পাকের** দরবারে হাত উঠিয়ে আরয করলো: হে আমার প্রিয় **আল্লাহ**! এই ব্যক্তি তোমার দরবারে একটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিল, তুমি তাকে কবুল নিয়েছ আর আমি কখন থেকে তোমার দরবারে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কি আমাকেও কবুল করে নিয়েছ? হঠাৎ তিনি হৃদয়ের কান দিয়ে এই আওয়াজ শুনতে পেলেন: হে রাবেয়া! আমি তাকে তোমার কারণেই কবুল করেছি এবং তোমার কারণেই আপন নৈকট্য দান করেছি। (হিকায়াতে আউর নাসিহতে, ৩০৬ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নিগাহে ওলী মে ওহ তা'সির দেখি,
বদলতি হাজারোঁ কি তাকদীর দেখি।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামাযের সময়ের প্রতি সজাগ থাকার ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "যদি বান্দা সময় মতো নামায আদায় করে তবে আমার বান্দার প্রতি আমার বদান্যতার দায়িত্বে ওয়াদা রয়েছে যে, তাকে আযাব দিবো না এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।"

(আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খিতাব, ৩/১৭১, হাদীস: ৪৪৫৫)

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বন্ধুদেরকে বলেন: যদি তোমরা চাও তাহলে আমি অবশ্যই শপথ করবো অতঃপর বললেন: **আল্লাহ**র শপথ! যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, নিশ্চয় **আল্লাহ পাকে**র দরবারে সকল বান্দার চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সেই, যে রাত দিন চাঁদ ও সূর্যের প্রতি সজাগ থাকে। বন্ধুরা আরয করলো: হে আবু দারদা! এর দ্বারা কি মুয়াজ্জিন উদ্দেশ্য? বললেন: "বরং যেই মুসলমান নামাযের সময়ের প্রতি সজাগ থাকে।"

(কিতাবুস সাকাত, ৪/৩৩০, হাদীস: ৪৭৯৯)

...তবে নামায হবে না

হে আশিকানে রাসূল! এইমাত্র আপনারা নামাযের প্রতি সজাগ থাকার ফযীলত শুনলেন, প্রত্যেককে নামাযের

www.dawateislami.net

সময়ের প্রতি সজাগ থাকা আবশ্যক। অনেক নামাযী এর একেবারেই পরোয়া করে না, এমনকি সূর্যোদয় হয়ে যাচ্ছে, ফজরের সময় চলে যাচ্ছে, তারপরও ফজরের নামায আদায় করতে থাকে! অথচ ফজরের নামাযের সালাম ফিরানোর পূর্বেই যদি সূর্যের একটি কিরণও বের হয়ে আসে তবে নামায হবে না। আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সময় সম্পর্কে জানা (অর্থাৎ নামায, রোযা ইত্যাদির সময় সম্পর্কে জেনে রাখা) তো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন (অর্থাৎ প্রত্যেক সজ্ঞান, বালিগ মুসলমানের উপর আবশ্যক)।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১০/৫৬৯)

বর্তমানে সময় সম্পর্কে অবগত হওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়

হে আশিকানে রাসূল! বর্তমান যুগ উন্নতির যুগ, এখন সময় সম্পর্কে অবগত হওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়, সময় জানার জন্য ঘড়ি রয়েছে। পূর্বেকার লোকেরা সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র দেখে সময় নির্ধারণ করতো। এখনো এগুলোর মাধ্যমেই অবগত হয়ে সময় নির্ণয়ে অভিজ্ঞ ওলামাগণ আমাদের সহজতার জন্য নামাযের সময়সূচী, সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী তৈরি করে থাকে এবং সাধারণত

www.dawateislami.net

আমাদের মসজিদ সমূহেও এই সময়সূচী ঝুলানো থাকে।[১]

মাটি থেকে দীনার বেরকারী নামাযী (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর বিন ফযল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এক রোমী বন্ধুর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি কারণ বলতে রাজি হলেন না, আমি যখন বারবার জোর করলাম, তখন তিনি বললেন: আমাদের দেশে মুসলমানদের সৈন্যরা হামলা করল। লড়াই হলো, আমাদেরও কিছু মানুষ নিহত হলো, তাদেরও কিছু লোক নিহত হলো। আমি একা দশজন মুসলমানকে বন্দী করে নিলাম, রোমে আমার ঘরটি ছিলো অনেক বড়। তাই

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে "সময় নির্ণয়ক মজলিশ" বিগত কয়েক বছর যাবৎ আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গবেষণা অনুযায়ী সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে নামাযের সঠিক সময় নির্ণয় ও কিবলা নির্ধারণ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। (এই পর্যন্ত) বাংলাদেশের অনেক বড় শহরের সময়সূচীর তালিকা (TIME TABLE) প্রকাশিত হয়েছে। আরো অন্যান্য দেশের অধিকাংশ শহরের সময়সূচীর তালিকা প্রকাশের কাজ অব্যাহত রয়েছে। এই সময়সূচীর তালিকায় শহরের বিস্তৃতি এবং উচ্চ দালানের প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি আগামী ২৬ বছরের সম্ভাব্য পার্থক্যও শরয়ী সাবধানতা সহকারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মনে রাখবেন! প্রতি বছর নামাযের সময়সূচীতে কিছুটা পার্থক্য চলে আসে, যা প্রতি চার বছর পর পর ঠিক হয়ে যায়। তাই আরো নির্ভরযোগ্যতার জন্য আগামী ২৬ বছরের সম্ভাব্য পার্থক্যও শরয়ী সাবধানতার সহিত অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া মজলিশের অধীনে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন মোবাইল এ্যাপলিক্যাশন, অনলাইন সময়সূচীর তালিকা ছাড়াও আওকাতুস সালাত সফটওয়্যারের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার প্রায় ২৭ লক্ষ স্থানের সময়সূচী ও কিবলার দিক সম্পর্কে জানতে পারবে।

www.dawateislami.net

আমি তাদেরকে আমার খাদেমদের হাতে সমর্পণ করলাম। তারা তাঁদেরকে লোহার শিকলে বেঁধে খচ্ছরের পিঠে মালামাল তুলে দেয়ার কাজে লাগিয়ে দিলো। একদিন দেখলাম তাঁদের প্রতি নিযুক্ত খাদেম এক বন্দী থেকে কিছু নিয়ে তাঁকে নামায পড়ার সুযোগ দিলো। আমি খাদেমটিকে ধরে এনে প্রহার করলাম, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম: বলো! তুমি এই বন্দী থেকে কী নাও? তখন সে বলল: বন্দীটি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য আমাকে এক দীনার করে দেন আর আমি তাঁকে নামায পড়ার জন্য সুযোগ দিই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: বন্দীটির নিকট কি দীনার আছে? খাদেম বলল: না, নেই! কিন্তু যখন সে নামায শেষ করে নিজের হাত মাটিতে মারেন তখন মাটি থেকে একটি দীনার বের করে আমাকে দিয়ে দেন। আমার মনে হলো এর পিছনে কোন রহস্য রয়েছে, তা জানার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। সুতরাং পরের দিন সেই খাদেমের পোশাক পরিধান করে তার জায়গায় আমি নিজেই দাঁড়িয়ে গেলাম। তাকে বলে দিলাম, তুমি যাও! এই দায়িত্ব আজ আমি নিজেই পালন করবো। তুমি আমাকে যা বলেছ, তার রহস্য বের করবো। যোহরের সময় হওয়ার সাথে সাথে তিনি আমাকে ইশারা করলেন, আমাকে নামায পড়তে দাও, তাহলে আমি তোমাকে একটি দীনার দেব।

www.dawateislami.net

আমি বললাম: আমার দুই দীনার চাই, এর কমে হবে না। তিনি বললেন: ঠিক আছে। আমি তাঁকে নামায পড়ার সুযোগ দিলাম, তিনি নামায পড়লেন, যখন নামায শেষ হলো, আমি দেখলাম তিনি মাটিতে হাত রাখলেন আর মাটি থেকে নতুন দুইটি দীনার বের করে আমাকে দিলেন। আসরের নামাযের সময়েও তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় ইশারা করলেন। আমিও তাঁকে ইশারায় বললাম: পাঁচ দীনারের কমে হবে না। তিনি মেনে নিলেন, পরে যখন মাগরিবের সময় এলো, পূর্বের ন্যায় তিনি আবারো আমাকে ইশারা করলেন। আমি বললাম: এবারে দশ দীনার লাগবে। তিনি আমার কথায় রাজি হলেন। নামায থেকে অবসর হওয়ার সাথে সাথেই মাটি থেকে দশটি দীনার বের করে আমার হাতে তুলে দিলেন। তারপর যখন ইশার নামাযের সময় হলে, তিনি আমাকে ইশারা করলেন। আমি বললাম: বিশ দীনারের কম হলে সুযোগ দেব না। তবুও তিনি আমার দাবী মেনে নিলেন। নামায শেষ করে মাটি থেকে তিনি বিশ দীনার বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন: তোমার যা খুশি নিতে পারো, আমার মুনিব খুবই দানশীল, খুবই অনুগ্রহশীল। **তাঁর** নিকট আমি যদি কিছু চাই, **তিনি** আমাকে বঞ্চিত করবেন না। বন্দী মুসলমানটির বিষয় দেখে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, তিনি

www.dawateislami.net

নিঃসন্দেহেই **আল্লাহ**র অলী। আমার মাঝে তাঁর ভক্তি প্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয়ে গেলো, আমি তাঁকে শিকল থেকে মুক্ত করে দিলাম। আর আমি সেই রাতটি কান্না করে কাটালাম।

সকালে আমি তাঁকে ডেকে এনে যথাযথ সম্মান করলাম। আমি তাঁকে আমার পছন্দের নতুন ও উন্নত পোশাক পরিয়ে দিলাম। আমি তাঁকে স্বাধীনতা দিলাম যে, তিনি যদি চান আমার শহরেই কোন একটি সম্মানিত জায়গায় তাঁর বসবাসের ঘর তৈরি করে দেবো, তিনি সেখানে বসবাস করবেন আর যদি চান, আপন শহরে চলে যাবেন। তিনি নিজের শহরে চলে যাওয়াটাই পছন্দ করলেন। অতএব আমি একটি খচ্ছর আনতে বললাম আর পর্যাপ্ত পাথেয় দিয়ে তাঁকে খচ্ছরটির পিঠে তুলে দিলাম। তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন: '**আল্লাহ পাক** আপনাকে **তাঁরই** মনোনীত দ্বীনের উপর মৃত্যু দিক।' তাঁর বাক্যটি তখনো শেষ হয়নি, এদিকে আমার মনের ভেতরে ইসলামের ভালবাসা পোক্ত হয়ে গেলো। তারপর আমি আমার দশটি গোলামকে তাঁর সঙ্গী করে দিলাম। নির্দেশ দিলাম তারা যেন তাঁর যথেষ্ট সমাদর আর সম্মান করে। তারপর তাঁকে একটি দোয়াত আর কাগজ দিলাম। তারপর একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট করলাম, তিনি যেন সহি নিরাপদে আপন শহরে পৌঁছে সেই চিহ্নটি লিখে পাঠান।

www.dawateislami.net

আমাদের আর তাঁর শহরের ব্যবধান ছিল পাঁচ দিনের। ষষ্ঠ দিন আমার খাদেমরা আমার নিকট এলো। তাদের হাতে একটি খাম ছিলো। সেই খামে তাঁর চিঠি এবং আমার দেওয়া চিহ্নটিও ছিলো। আমি গোলামদের নিকট তাড়াতাড়ি পৌঁছার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল: আমরা যখন তাঁকে নিয়ে এখান থেকে যাত্রা করলাম, তখন কোথাও বিনা বাঁধায় কোনরূপ অসুবিধার শিকার না হয়েই অত্যন্ত নিরাপদে এবং খুবই দ্রুত মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শহরে গিয়ে পৌঁছে যাই। কিন্তু ফিরে আসার সময় ঐ সফর পাঁচ দিন লেগে যায়। তাদের এই কথা শোনার সাথে সাথেই আমি পড়লাম:

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّ دِيْنَ الْاِسْلَامِ حَقٌّ

(**অনুবাদ:** আমি **সাক্ষ্য** দিচ্ছি যে, **আল্লাহ** ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আরো **সাক্ষ্য** দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** প্রেরিত রাসূল এবং নিঃসন্দেহে দ্বীন ইসলাম সত্য) অতঃপর আমি রোম থেকে বের হয়ে মুসলমানদের শহরে এসে গেলাম। (হিকায়াতে আউর নাসিহতে, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

কিঁউ কর না মেরে কাম বনে গাইব সে হাসান,
বান্দা ভী হো তো ক্যায়সে বড়ে কার সা-ঝ কা। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, **আল্লাহ পাক** ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই আর **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রিয় বান্দা এবং রাসূল। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ১/১৪, হাদীস: ৮)

দুই অবস্থা ব্যতীত নামায ক্ষমা নেই

হে আশিকানে রাসূল! কলেমার পর ইসলামের সবচেয়ে বড় **রুকন** হলো **নামায**, এটি প্রত্যেক স্বজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নর নারীর উপর ফরযে আইন (অর্থাৎ যা আদায় করা প্রত্যেক স্বজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর আবশ্যক। (জান্নাতী জেওর, ২০৯ পৃষ্ঠা)) তবে দুই অবস্থা ব্যতীত অন্যকোন অবস্থাতেই নামায ক্ষমা নেই। (১) পাগল বা

www.dawateislami.net

অজ্ঞান অবস্থাটা এতো দীর্ঘায়িত হওয়া যে, ছয় ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসলো না, তবে এই নামায ক্ষমা হয়ে যাবে আর তা কাযা আদায় করা আবশ্যক নয়। (২) মহিলারা হায়েয ও নিফাসের (অর্থাৎ মাসিক ঋতুস্রাব ও সন্তান জন্মের পর ঋতুস্রাব) শিকার হলো তবে এই অবস্থায় নামায ক্ষমা হয়ে যায়। এই দুই অবস্থা ব্যতীত নামায কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নেই, রোগ যদিও প্রবল আকার ধারন করুক না কেন কিন্তু নামায ক্ষমা নেই, যদি দাঁড়ানোর ক্ষমতা না থাকে তবে বসে নামায পড়বে, যদি রূকু ও সিজদা করতে না পারে তবে মাথার ইশারায় রূকু ও সিজদা করবে। যদি বসেও নামায আদায় করতে না পারে তবে শুয়ে শুয়ে ইশারায় পড়বে, যদি শুয়ে শুয়ে মাথা দ্বারা ইশারাও করতে না পারে তবে ঐসময়ও নামায ক্ষমা হবে না, তবে সে এমতাবস্থায় নামায পড়বে না, যখন সুস্থ হবে তখন সেই নামায সমূহ কাযা আদায় করবে। হ্যাঁ! যদি ছয় ওয়াক্ত নামাযের সময় এই অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায় তবে এর কাযা ক্ষমা হয়ে যাবে। একেবারে লড়াইয়ের মধ্যেও মুজাহিদগণ নামায আদায় করবে, যদি ঘোড়ায় আরোহন অবস্থায় থাকে এবং নামার সুযোগ না হয় তবে যথাসম্ভব ঘোড়ার উপর বসে বসে ইশারায় নামায

www.dawateislami.net

পড়বে, অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়েও প্রতিকূল অবস্থায় ইশারায় রুকু ও সিজদার মাধ্যমে নামায আদায় করবে। কুরআনে করীমে যেভাবে নামায আদায়ের কঠোর নির্দেশনা এবং নামায বর্জনের কঠোর শাস্তির বিষয়টি এসেছে, এতো কড়া নির্দেশনা এবং শাস্তির বিধান অন্য কোন ইবাদতের জন্য আসেনি। নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী বরং এর ফরযের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীও কাফের এবং ইসলাম থেকে বিতাড়িত আর জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামায বর্জনকারী ফাসিক, বড় গুনাহগার এবং জাহান্নামের আযাবের অধিকারী। আফসোস! বর্তমানে অনেক মুসলমান, যাদেরকে নামাযী বলা হয়, তাদের এমন অবস্থা যে, তাদের সামান্য জ্বর বা মাথা ব্যথা হলে নামায ছেড়ে দেয়, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইশারায়ও নামায পড়ার সার্মথ্য থাকে, নামায পড়তেই হবে, অন্যথায় জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় নামাযের গুরুত্বের উপর তাকিদ দিয়েছেন আর আমাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য অসংখ্য

www.dawateislami.net

ফযীলতও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং পড়ুন এবং আন্দোলিত হোন:

উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সহানুভূতি

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** আমার উম্মতের উপর ৫০ (পঞ্চাশ) ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিলেন। যখন আমি মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট ফিরে আসলাম তখন মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি তাঁকে বললাম: **আল্লাহ পাক** আমার (তথা উম্মতের) উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তখন হযরত মুসা (عَلَيْهِ السَّلَام) বলতে লাগলেন: আপনার **প্রতিপালকের** নিকট ফিরে যান, আপনার উম্মত এতো ক্ষমতা রাখে না। আমি পূনরায় **আল্লাহ পাকে**র নিকট গেলাম, এর (অর্থাৎ ৫০) থেকে কিছুটা কমিয়ে দেয়া হলো। যখন পূনরায় মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট ফিরে আসলাম, তখন তিনি আমাকে পূনরায় পাঠালেন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: ঠিক আছে পাঁচ (৫) ওয়াক্ত এবং তা পঞ্চাশ (৫০) ওয়াক্তের স্থলাভিষিক্ত কেননা আমার কথায় কোন পরিবর্তন হয় না। আমি মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি

www.dawateislami.net

বললেন: পূনরায় **আল্লাহ পাকের** নিকট ফিরে যান। আমি উত্তর দিলাম, আমার তো আপন **প্রতিপালকের** নিকট বারবার যেতে লজ্জা অনুভব হচ্ছে। (ইবনে মাজাহ, ২/১৬৬, হাদীস: ১৩৯৯)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন, পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব লাভ করুন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর মিরাজের রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল, অতঃপর কমানো হলো, এক পর্যায়ে পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট রইল, অতঃপর বলা হলো: **হে মাহবুব** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! আমার কথার পরিবর্তন হয় না এবং **আপনার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের পরিবর্তে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব প্রদান করা হবে।** (তিরমিযী, ১/২৫৪, হাদীস: ২১৩)

মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام সাহায্য করেছেন

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام আপন যাহেরী ওফাতের আড়াই হাজার বছর পর উম্মতে মুহাম্মদীকে এই সাহায্য করেছেন যে, মিরাজের রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিলেন। **আল্লাহ পাক** জানতেন যে, নামায পাঁচ ওয়াক্তই থাকবে, কিন্তু পঞ্চাশ নির্ধারণ করে

www.dawateislami.net

দুই প্রিয়জনের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করেছেন। এখানে আকর্ষণীয় বিষয়টি হলো যে, যারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় এসে ইন্তেকাল হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সাহায্য এবং সহযোগীতাকে অস্বীকার করে থাকে, তারাও ৫০ ওয়াক্ত নয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পড়ে থাকে। অথচ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত হওয়াতে নিশ্চিত ভাবে গায়রুল্লাহর (অর্থাৎ **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো) আর তাও ইন্তেকালের পর কৃত সাহায্য অন্তর্ভুক্ত।

খেলাধুলায় আসক্ত

নিজেকে নিয়মিত নামাযী বানাতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে এবং ঈমান হিফাযতের মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! একটি **"মাদানী বাহার"** শ্রবণ করি: পীন্ডিগেপ, পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করেছিল। সারা দিন ক্রিকেট খেলা এবং ঘন্টার পর ঘন্টা টিভির সামনে বসে নাটক, সিনেমা দেখা তার প্রিয় অভ্যাস ছিল। مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ) নামায পড়া তো দূরের কথা,

www.dawateislami.net

কেউ নামায পড়ার জন্য বললে তার কথা মানার পরিবর্তে কখনো কখনো তো তার উপর রেগে যেতো। পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করতো এবং ভাই বোনের সাথে অসদাচরণ করতো। তার এলাকার কিছু ইসলামী ভাই যারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তারা একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাকে নামায পড়ার এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করার দাওয়াত দিতে থাকে, কিন্তু সে বারবার এড়িয়ে যেতো। অতঃপর এক ইসলামী ভাই তাকে এই মানসিকতা প্রদান করলো যে, আপনি কমপক্ষে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশ গ্রহণ করে নিন, এর বরকতে কুরআনে কারীম তো বিশুদ্ধভাবে পড়তে শিখে যাবেন। ইসলামী ভাইয়ের কথা সে বুঝতে পারলো আর সে নিজ এলাকার মসজিদে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়তে লাগলো। সেখানকার পরিবেশ তার ভালো লাগতে লাগলো এবং সে নিয়মিত আসতে লাগলো। **আল্লাহ পাক** তার উপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন, সে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার বরকতে নামায পড়া শুরু করে দিলো এবং অসংখ্য সুন্নাত ও দ্বীনি মাসয়ালাও শিখার সুযোগ হলো। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ মাদানী পরিবেশ যার

www.dawateislami.net

থেকে সে দূরে পালাতো, সেই পরিবেশের সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

তুমহে লুতফ আ'জায়ে গা যিন্দেগী কা
করীব আ'কে দেখো য'রা মাদানী মা'হোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার কুরআনের অনুবাদ, **"কানযুল ঈমান মাআ খাযায়িনুল ইরফান"** এর ১৭ পৃষ্ঠায় ১ম পারা সূরা বাকারার ৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং নিশ্চয় নামায অবশ্যই ভারী, কিন্তু তাদের জন্য (নয়), যারা আন্তরিকভাবে আমার প্রতি বিনীত।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন অনুসারে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আরো বলেন: এই আয়াতের মধ্যে বিপদের সময় নামাযের মাধ্যমে সাহায্য

www.dawateislami.net

প্রার্থনার শিক্ষাও প্রদান করা হয়েছে, কেননা নামায শারীরিক ও আত্মিক উভয় প্রকার ইবাদতের মূল আর এতে **আল্লাহ**র নৈকট্য অর্জিত হয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে উপস্থিত হলে নামাযে লিপ্ত হয়ে যেতেন। এই আয়াতে এই কথাও বর্ণিত রয়েছে যে, সত্যিকারের মু'মিন ব্যতীত অন্যান্যদের উপর নামায কঠিন কাজ। (খাযাইনুল ইরফান, ১৭ পৃষ্ঠা)

যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ক্ষুধা আগমন করতো

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারাকার পাদটীকায় লিখেন: এখানে "সালাত" দ্বারা হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায উদ্দেশ্য বা বিশেষ নামায। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা, বিপদের সময় বিশেষ নামাযের মাধ্যমে, অনাবৃষ্টির সময় ইস্তিসকার নামাযের মাধ্যমে এবং বিপদের সময় সালাতুল হাজত ইত্যাদির মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা। যেহেতু নামায মানুষকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করে **আল্লাহ পাকে**র প্রতি মনযোগী করে দেয়, তাই এর বরকতে দুনিয়াবী কষ্টসমূহ অন্তর থেকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। "তাফসীরে আযীযির লিখক" এই স্থানে বর্ণনা করেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘর

www.dawateislami.net

যখন খাবার শূন্য থাকতো ও রাতে কোন কিছু আহার করতেন না এবং ক্ষুধা প্রাধান্য লাভ করতো তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে তাশরীফ নিয়ে এসে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন। (তাফসীরে নঈমী, ১/২৯৯-৩০০)

যখন সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ পেলেন (ঘটনা)

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا সন্তানের ইন্তেকালের সংবাদ শুনে নামাযে লিপ্ত হয়ে গেলেন আর তা এতো দীর্ঘায়িত করলেন যে, যখন লোকেরা দাফন করে ফিরে আসতে লাগলো তখন তিনি নামায হতে অবসর হলেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি বললেন: আমি এই সন্তানকে খুবই ভালোবাসতাম, আমি তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারতাম না, তাই নামাযে লিপ্ত হয়ে এই আঘাত ভুলে গেলাম আর তিনি এই আয়াত (وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর ধৈয ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো) পাঠ করেন। (তাফসীরে নঈমী, ১/২৯৯-৩০০)

জান্নাত মে নরম নরম বিছোনোঁ কে তাখত পর
আরাম সে বেঠায়ে গী এ্যয় ভাইয়ু! নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মসজিদের আলো-বাতাস ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য খুবই উপকারী

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক জায়গায় বলেন: নামায বিপদাপদের জন্য উত্তম প্রতিষেধক এবং প্রশান্তি অর্জনের অনন্য মাধ্যম, নামাযের মাধ্যমে শরীরের পরিচ্ছন্নতা, পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, চরিত্রের পবিত্রতা, পরকালের প্রতি ভালবাসা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, **আল্লাহ পাকে**র ভালবাসা অর্জিত হয়, তবে শর্ত হচ্ছে, একাগ্রতার সাথে আদায় করতে হবে। যেমনিভাবে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব থাকে, তেমনিভাবে নামাযের মধ্যেও এই প্রভাব রয়েছে যে, তা মন্দকাজ ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখে এবং যেভাবে পাহাড়ি আলো-বাতাস সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, তেমনিভাবে মসজিদের আলো-বাতাস ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য উপকারী। নামাযের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি মানুষের মানসিকতাকে পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ দুনিয়া থেকে একেবারে বিমুখ করে **আল্লাহ পাকে**র দিকে মনোযোগী করে দেয়, যার দ্বারা মানুষ দুনিয়াবী চিন্তা ভুলে যায় এবং মুক্ত হয়ে এমন খুশি হয় যে, এরপর অন্তরে বিপদের তেমন অনুভূতি থাকে না। দেখুন! মিসরের নারীরা হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام সৌন্দর্য্যে আত্মভোলা হয়ে আঙ্গুল

www.dawateislami.net

কেটে ফেলেছে আর তাদের কোন কষ্ট অনুভব হয়নি, হা-হুতাশ করার পরিবর্তে এরূপ বলতে লাগলো যে, مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۱﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এটাতো মানব জাতির কেউ নয়, এটাতো নয়, কিন্তু কোন সম্মানিত ফিরিশতা। (পারা ১২, ইউসুফ, ৩১) (তাফসীরে নঈমী, ২/৭৮)

রহমত কে শা'মিয়ানো মে খুশবো কে সাথ সাথ
ঠান্ডি হওয়া চালায়ে গী এ্যয় ভাইয়্! নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তিম মুহূর্তে প্রিয় নবী ﷺ এর দীদারের স্বাদ

আল্লাহর শপথ! যদি অন্তিম মুহূর্তে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়ে যায়, তবে তখন কোন কষ্ট অনুভব হবে না বরং অবস্থা এমন হবে যে, প্রাণ তো বের হতে থাকবে আর মুখে এটা অব্যাহত থাকবে: আক্বা! আপনার অবয়বের প্রতি কুরবান! আপনার চুল মুবারকের উপর কুরবান! আপনার চলনের সদকা! আপনার মুসকি হাসির প্রতি উৎসর্গ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ। (তাফসীরে নঈমী, ২/৭৮)

সাকারাত মে গর রুয়ে মুহাম্মদ পে নযর হো,
হার মাওত কা ঝটকা ভী মুঝে ফির তো মযা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

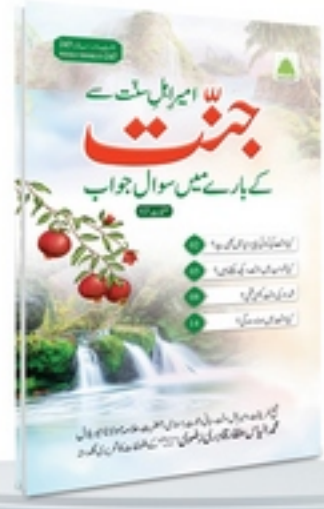

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net